রেসিলিয়েন্স : দি ওয়েভ সারভাইভাল

রেসিলিয়েন্সের এই ডিএলসি দি ওয়েভ সারভাইভাল গেমের নতুন বিশাল এক ম্যাপ ওপেন করেছে, গেমে যুক্ত করেছে নতুন সব সিস্টেম। এখানে গেমারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী পরিবেশ, সবচেয়ে বড় বন্ধুও তাই। গেমারকে যুদ্ধক্ষেত্রে সচরাচর সহিংসতার পাশাপাশি খুঁজতে হবে লুকানোর জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য এলাকা। আর মৌলিক ব্যাটলফিল্ড গেমিংয়ের মতো যেকোনো স্ট্রাকচার ব্যবহারযোগ্য এবং ধ্বংসযোগ্য। গেমারেরা সচরাচর গেরিলা আক্রমণ এবং প্ল্যান করা চোরাগোপ্তা হামলার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আছে সম্পূর্ণ নতুন হাতাহাতি যুদ্ধের অস্ত্রভাণ্ডার, যেগুলো দিয়ে গেমারেরা নিজেদের মতো করে কিলিং মুভ তৈরি করতে পারবেন।

জনপ্রিয় এই গেমিং ফ্র্যাঞ্চাইজ এবার গেমিং জগতে ছোটখাটো একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছে। ডিজিটাল বিপ্লবের অনেকগুলো সুবিধার মধ্যে একটি হচ্ছে, এখন ছোট ছোট ডেভেলপারও তাদের নিজস্ব প্রয়াসে অল্প খরচে দুর্দান্ত কিছু গেম গেমারদেরকে উপহার দিতে পারে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এমন কোনো গেম সৃষ্টি করা, যা তৎকালীন ঝিমিয়ে পড়া গেমিং জগতকে এক ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তুলতে পারে। কারণ, এবারের রেসিলিয়েন্স : দি ওয়েভ সারভাইভালে আছে দুর্দান্ত গতিময়তা, জয় করার মতো প্রচুর পরিমাণে দেশ আছে, মোটামুটি একশ'রও বেশি। আছে ইচ্ছেমতো কাস্ট্রি কাস্টমাইজেশন আর এন্ডলেস গেমপ্লের সুবিধা।

বাণিজ্য আর যুদ্ধনীতি দুটোকেই জিইয়ে রাখতে হবে সমানতালে। যুঝতে হবে অজানা কলোনিস্টদের সাথে। তাদেরকে নিজের আয়ত্তে আনতে হবে। শত্রুদের নির্মমভাবে ধ্বংস করতে হবে। এখানে নেই কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি। নেই কোনো বানোয়াট সম্ভাবনা। তাই যারা সত্যসন্ধানী, তারা বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করতে পারবেন গেমটি। আর প্রত্যেক সময় গেমার নিত্যনতুন স্ট্র্যাটেজি গেমারকে এনে দেবে নতুন লেভেল আর এইসব স্ট্র্যাটেজি গেমারকে তৈরি করতে হবে সূক্ষ্মতম মস্তিষ্কের সাহায্যে, যার কয়েকটি করতে হবে মুহূর্তের ভেতরে, কোনো কোনোটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ সময়। গেমটির সম্পূর্ণ অদ্ভুত আবহ তৈরি হয়েছে হৃদয়বিদারক ঘটনাপ্রবাহ আর গেমারের প্রতি পদক্ষেপে নেয়া সিদ্ধান্তের সাথে চরিত্রগুলোর মাইনিউট জীবন পরিবর্তনের সাথে। সব মিলিয়ে সিরিজের পুরনো অনুরাগী কিংবা আগন্তুক দুই ধরনের গেমারই বেশ আনন্দ এবং শিহরণ অনুভব করবেন।

গেমটিতে আছে নন-লিনিয়ার ম্যাপিং, যা এর মজাদার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এতে আছে ব্যাকড্রাফটিং, ওপেন এন্ডেড নেচার, শেষ না হওয়া স্কিল সেটস, নিত্যনতুন জায়গা। শুরুতে ডিপ কমব্যাট সিস্টেমটাকে ঠিকমতো ঠাহর করা যাবে না। আস্তে আস্তে যখন বেসিক পাঞ্চ আর কিক বাদেও হুয়ান নতুন কমপ্লিমেন্টারি স্কিলগুলো অর্জন করতে থাকবে– তখন জ্যাব, আপারকাট, হাই জাম্প ট্যাক্টিক্স থেকে শুরু করে কিছুক্ষণের জন্য মুরগিতে বদলে যাওয়া সবকিছুই ডিপ কমব্যাটে গেমারকে সাহায্য করবে। গেমটির উন্নত এইমিং প্যানেল আর সমৃদ্ধ ইনভেন্টরি গেমটিকে করে তুলেছে গেমারদের পছন্দের প্রথম সারির গেমগুলোর একটি। আর এর অনন্যসাধারণ স্টোরিলাইন গেমটিকে একটি শিল্পে পরিণত করেছে।

ক্লাসিক থ্রিডি প্লাটফর্ম অ্যাকশন গেমিংয়ের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে গেমারকে বিভিন্ন কায়দায় আর নানা অস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য যুদ্ধক্ষেত্র পার হতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে অসংখ্য সৈন্যের সাথে। প্রত্যেক ফাইনাল ব্যাটল গেমারের গেমিং অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যাবে অনন্য এক উচ্চতায়। প্রত্যেক চয়েসের জন্য স্টোরিলাইনের শেষটুকুও ভিন্ন।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** কোরটু৩ ২.২ গিগাহার্টজ/এএমডি, **র‍্যাম :** ৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/ভিসতা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ২ গিগাবাইট উইথ সাউন্ড কার্ড, কিবোর্ড ও মাউস

মুনশট

ছোটবেলার সেই স্বাধীন আনন্দ ওই জমজমাট গেমগুলো ছাড়া আর কিছুতে তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুনশটে পুরনো সেই টুডি আমেজের সাথে দুর্দান্ত অ্যানিম্যাট্রিক্স সব মিলিয়ে ক্লাসিক আমেজের অভাব হবে না। সেই সাথে আছে বিশাল ক্যারেক্টার লিস্ট থেকে ইচ্ছেমতো ফাইটার নিয়ে খেলার সুবিধা। প্রত্যেকের আছে সম্পূর্ণ পার্সোনালাইজড মুভস এবং স্কিলসেট, যেগুলো ব্যবহার করার জন্য গেমারকে আলাদা স্পেশালাইজড কি কম্বিনেশন ব্যবহার করতে হবে। সাথে আরও আছে ট্রাডিশনাল ওয়ান অন ওয়ান আর থ্রি অন থ্রি ব্যাটলস। এবার কমব্যাট ট্যাক্টিক্সে যুক্ত হয়েছে দ্য গার্ড অ্যাটাক, ক্ল্যাশ, ক্রিটিকাল কাউন্টার সিস্টেম, হাইপার ড্রাইভ, এক্স স্পেশাল, সুপার পাওয়ারড নিও-ম্যাক্স মুভ। সবগুলোই প্রায় কিং অব

ফাইটারসের মতোই। সাথে আছে ড্রাইভ ক্যান্সেল, নিও ম্যাক্স ক্যান্সেল করার সুবিধা।

আরও আছে সিগনেচার– হেভি এবং রাউন্ডেড মুভমেন্টস, যা কিনা সবচেয়ে অনাহূত চরিত্রকেও আকর্ষণীয় করে তোলে। গেমটির দ্বিতীয় আকর্ষণ হচ্ছে এর স্টোরিলাইন ও প্লটিং। সব মিলিয়ে গেমটির স্টোরিলাইন সম্পর্কে যা বলার আছে তা সব গেমারের জন্যই তোলা থাক।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** কোর টু কোয়াড ২.৪ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন, **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/ভিসতা/৭/১০, **ভিডিও কার্ড :** ১ গিগাবাইট, সাউন্ড কার্ড, কিবোর্ড ও মাউস